গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
সংসদ ও সমন্বয় শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mos.gov.bd

বিষয়ঃ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের জানুয়ারি, ২০২০ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ঃ	মোঃ আবদুস সামাদ সিনিয়র সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
তারিখ	ঃ	০৯-০২-২০২০ খ্রিঃ
সময়	ঃ	সকাল ১০.০০ ঘটিকা
স্থান	ঃ	মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ (৮০৮, ভবন নং-৬, বাংলাদেশ সচিবালয়)।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকাঃ পরিশিষ্ট-ক।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভার শুরুতে সর্বসম্মতিক্রমে পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্মসচিব (প্রশাসন) জনাব রফিকুল ইসলাম খান গত ১২-০১-২০২০ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন। সকল দপ্তর এবং সংস্থার প্রধান/প্রতিনিধি এবং মন্ত্রণালয়ের উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

ক্রঃ নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১.	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী সুষ্ঠুভাবে উদযাপনের লক্ষ্যে সম্ভাব্য কর্মসূচি।	**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী সুষ্ঠুভাবে উদযাপনের লক্ষ্যে প্রণীত সম্ভাব্য কর্মসূচি নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।**	১। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে আগামী ১৫ মার্চ ২০২০ এর মধ্যে সরকারী/বেসরকারী জাহাজগুলো লোগো/ট্যাগ লাইন দিয়ে সজ্জিতকরণ করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিসি, বিআইডব্লিউটিএ।
			২। জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে ২০২০ সাল থেকে সকল মুক্তিযোদ্ধাকে আজীবন লঞ্চ ঘাট ও ফেরিঘাটে টোল ফ্রি প্রবেশ সুবিধা প্রদানের বিষয়ে পরিপত্র জারি নিশ্চিত করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিএ / বিআইডব্লিউটিসি ও মন্ত্রণালয়ের টিএ শাখা।
			৩। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা হতে প্রকাশিত ডায়রি, ক্যালেন্ডারসহ সংগ্রহকৃত সকল ধরণের স্টেশনারি সামগ্রিতে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর লোগো ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর এবং সংস্থাসমূহ
			৪। <u>সেমিনার আয়োজনঃ</u> বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে ২০২০ সালে সুবিধাজনক সময়ে **"বঙ্গবন্ধু ও নদীমাতৃক বাংলাদেশ"** এবং ২০২১ সালে সুবিধাজনক সময়ে **"বঙ্গবন্ধু ও সুনীল অর্থনীতি" শীর্ষক সেমিনার আয়োজনের লক্ষ্যে** কী নোট পেপার উপস্থাপনের জন্য বক্তা নির্বাচন, প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি নির্বাচন করে সেমিনার আয়োজনের স্থান, তারিখ ও সময় সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক নির্ধারণ করতে হবে।	(ক) অতিরিক্ত সচিব, (প্রশাসন) ও আহবায়ক, সংশ্লিষ্ট কমিটি। (খ) অতিরিক্ত সচিব, (সংস্থা-২) ও আহবায়ক, সংশ্লিষ্ট কমিটি।

			৫। লেজার শোঃ জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে জুলাই, ২০২০ সালের মধ্যে সুবিধাজনক সময়ে তুরাগ নদীর তীরে আশুলিয়া ব্রিজের নিকট লেজার শো প্রদর্শনের বিষয়ে আগামী সভায় বিআইডব্লিউটিএ কর্মসূচি ও থিম উপস্থাপন করবে।	বিআইডব্লিউটিএ
			৬। বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা সংকলন ও এলবামঃ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর সংস্থার কার্যক্রম বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতার সংকলন ও নদী, নৌপথ এবং এ মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কিত বঙ্গবন্ধুর গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনকালীন বঙ্গবন্ধুর ছবি এবং বিদেশী অতিথিসহ বঙ্গবন্ধুর নৌ ভ্রমনের ছবিসহ এ্যালবাম/সংকলন তৈরি করে তা বিভিন্ন দূতাবাসসহ অন্যান্য স্থানে বিতরণ করতে হবে।	(ক) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) ও আহবায়ক, সংশ্লিষ্ট কমিটি। (খ) অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা-১) ও আহবায়ক, সংশ্লিষ্ট কমিটি।
			৭। ডকুমেন্টারিঃ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম এবং এ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য সম্বলিত ১০ মিনিট ব্যাপ্তির একটি ডকুমেন্টারি তৈরি করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব, (প্রশাসন) ও আহবায়ক সংশ্লিষ্ট কমিটি।
			৮। স্মৃতিফলক স্থাপনঃ নারায়ণগঞ্জ জেলার খানপুরঘাট এলাকায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতিফলক স্থাপন করতে হবে। বিআইডব্লিউটিএ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	বিআইডব্লিউটিএ।
			৯। নৌকাবাইচঃ জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন জেলায় নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে হবে। ঢাকা, চাঁদপুর, রাজবাড়ী বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, খুলনাসহ নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যায় এমন জেলাসমূহের জেলা প্রশাসকদের সাথে আলোচনা করে আগামী সভার পূর্বেই বিস্তারিত তালিকা ও প্রতিবেদন উপস্থাপন করবে।	বিআইডব্লিউটিএ/ নৌপরিবহন অধিদপ্তর।
			১০। জাতীয় শোক দিবসঃ জাতীয় শোক দিবস, ২০২০ যথাযথ ভাব গাম্ভীর্যের সাথে পালনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় দপ্তর/সংস্থা (সকল)।
			১১। মেরিন একাডেমির শিক্ষা কার্যক্রম চালু: বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর অন্যতম কর্মসূচী হিসেবে পাবনা, রংপুর, বরিশাল ও সিলেট জেলায় প্রতিষ্ঠিত ৪টি নতুন মেরিন একাডেমিতে শিক্ষা কার্যক্রম চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	নৌপরিবহনমন্ত্রণালয়/ নৌপরিবহন অধিদপ্তর।
			১২। বঙ্গবন্ধু নদী পদক: বিশ্ব নৌ দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে সেপ্টেম্বর ২০২০ নদী দখল ও দূষন রোধ এবং নদীর সুন্দর পরিবেশ রক্ষায় উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন এরূপ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে বঙ্গবন্ধু নদী পদক প্রদান করা হবে।	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।

			১৩। **তথ্যচিত্র প্রদর্শনী:** বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের কার্যাবলির বিষয়ে নির্মিত তথ্য চিত্রসহ জাহাজসমূহ নিয়ে ডিসেম্বর, ২০২০ এ একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করতে হবে। বিআইডব্লিউটিএ এবং বিআইডব্লিউটিসি পুনর্গঠনের বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা সম্বলিত একটি তথ্যচিত্রের প্রদর্শনী ফেব্রুয়ারি ২০২১ এ আয়োজন করা হবে। ১৪। **বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন:** বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস পালনের জন্য ১০ জানুয়ারী ২০২১ এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। ১৫। **৭ই মার্চ উদযাপন :** ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদযাপন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। ১৬। **নৌ ভ্রমণ:** সেপ্টেম্বর, ২০২০ সালের বরেণ্য ব্যক্তি/জাতীয় কমিটির সদস্যদের নিয়ে নৌ ভ্রমণের আয়োজন করা হবে। বিআইডব্লিউটিসির এম.ভি.মধুমতি বা উন্নতমানের কোন জাহাজে ভ্রমণের ব্যবস্থা করতে হবে। ১৭। মুজিব বর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে মন্ত্রণালয়সহ সকল দপ্তর/সংস্থার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতে হবে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচির আয়োজন করতে হবে। ১৮। যে সকল ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ফার্ম বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রণালয়ে উপস্থাপনা দিয়েছে তাদের সাথে আলোচনা করে সংস্থাসমূহ কর্মসূচি ও বাজেট তৈরী করবে। প্রয়োজনে মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সংশোধিত বাজেটে প্রতি সংস্থা বরাদ্দ রাখতে হবে।	বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন। বিআইডব্লিউটিএ এবং বিআইডব্লিউটিসি। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় দপ্তর/সংস্থা (সকল)। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়। অতিরিক্ত সচিব, (বন্দর) ও আহবায়ক সংশ্লিষ্ট কমিটি। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও সকল দপ্তর/সংস্থা। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও সকল দপ্তর/সংস্থা।
২.	অনিষ্পন্ন বিষয়াদি	(১)বিআইডব্লিউটিএ ঃ **(ক) অবৈধ স্থাপনা অপসারণ ও দখল পুনরুদ্ধার:** (ক) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী ঢাকার চারপাশের বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ, বালু নদীসহ চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর অবৈধ স্থাপনা অপসারণ ও দখল পুনরুদ্ধার এবং সরকার পক্ষে নদীর তীর ভূমির দখল বজায় রাখার জন্য ওয়াকওয়ে, বনায়ন ও নদীর তীর ভূমির উন্নয়ন কার্যক্রম এর অগ্রগতি সম্পর্কে বিআইডব্লিটিএ এবং চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান অগ্রগতি তথ্য সভায় উপস্থাপন করেন এবং সার্বিক বিষয় নিয়ে সভায় বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়।	(ক) (১) উদ্ধারকৃত জমি/স্থান জনগণের ব্যবহার উপযোগী, ওয়াকওয়ে ও পার্ক স্থাপন, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং নদী রক্ষার পরিকল্পনা সফলভাবে বাস্তবায়নের বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। (২) অবৈধ স্থাপনা অপসারণ ও সেখানে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের সর্বশেষ তথ্য মন্ত্রণালয়ে জরুরী ভিত্তিতে প্রেরণ করতে হবে। (৩) নদী রক্ষা ও অপসারণ কার্যক্রমের তথ্য জনগণের কাছে সঠিকভাবে উপস্থাপন এবং প্রয়োজনে মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার ডিসপ্লেতে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৪) অবৈধ স্থাপনা অপসারণ করে তার তদারকি করার জন্য কমিটি গঠন করে নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে। পুনরায় কেউ যদি নদীর ভূমি দখল করে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। (৫) ক্রয়কৃত ৬টি এস্কেভেটর এর মধ্যে অপারেশনে না থাকা ৪টি এস্কেভেটর কোথায়/কোন অবস্থায় রয়েছে তা আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিএ এবং চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।

		(খ) চাঁদপুর নদী বন্দরের ফোরশোর সীমানা নির্ধারণ ও জমি হস্তান্তর : চাঁদপুর নদী বন্দরের কতটুকু তীরভূমি বিআইডব্লিউটিএ'র নিকট হস্তান্তরের প্রয়োজন হবে এ বিষয়ে যুগ্মসচিব (টিএ) এর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করে, দাখিলকৃত প্রতিবেদনে ৪৫.২৬৫৪ একর তীর ভূমি বিআইডব্লিউটিএ'র নিকট হস্তান্তরের সুপারিশ করা হয়েছে। ফোরশোর ভূমি চিহ্নিত পরিমাপ করার জন্য ০২-০৭-২০১৮ তারিখে চাঁদপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, রাজস্বকে আহ্বায়ক করে ০৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ২৬-১১-২০১৮ তারিখের এ বিষয়ে জেলা প্রশাসনে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পূর্বের তালিকা যাচাইবাচাই করে জমির পরিমানসহ একটি হালনাগাদ খতিয়ান তৈরি, ০৩ টি মৌজার সিএস, আরএস, বিএস সার্ভেসহ নকশাশীট সহকারে তথ্য, উপাত্ত, রেকর্ডপত্র সংগ্রহ করে সহকারী কমিশনার ভূমি, চাঁদপুরকে প্রাথমিক প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়েছে।	(খ) (১) জেলা প্রশাসন, চাঁদপুরের সাথে নিবিড় যোগাযোগ অব্যাহত রেখে চাঁদপুর নদী বন্দরের ফোরশোর সীমানা নির্ধারণ ও জমি হস্তান্তরের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে নদীর সীমানা ও জমির পরিমান নির্ধারণ করে BIWTA এর অনুকূলে দখল হস্তান্তরের কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (২) যে সকল নদী বন্দরের ফোরশোর ও সীমানা নির্ধারণ করে জমি হস্তান্তর করা হয়নি সে সকল জেলার জেলা প্রশাসকগণকে ডি.ও পত্রের মাধ্যমে অগ্রগতি জানতে চাইতে হবে।	বিআইডব্লিউটিএ / মন্ত্রণালয়ের টিএ শাখা
		(গ) কক্সবাজার নদী বন্দরের তীরভূমি বিআইডব্লিউটিএ-এর নিকট হস্তান্তর ঃ এ বিষয়ে জেলা প্রশাসন ও বিআইডব্লিউটিএ'র সমন্বয়ে যৌথ জরীপ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। আগামী এক মাসের মধ্যে জেলা প্রশাসকের সিদ্ধান্ত জানা যাবে।	(গ) জেলা প্রশাসকের সাথে নিবিড় যোগাযোগ অব্যাহত রেখে কক্সবাজার নদী বন্দরের তীরভূমি দখল গ্রহণের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং তীরভূমির চারপাশ অবৈধ দখলমুক্ত করতে হবে। এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করে সর্বশেষ তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিএ / মন্ত্রণালয়ের টিএ শাখা
		(ঘ) বিআইডব্লিউটিএ'র নিয়ন্ত্রণাধীন ডেক ও ইঞ্জিন কর্মী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বরিশাল পরিচালনার নিমিত্ত ৩৯ ক্যাটাগরীর ৭৪ টি পদ সৃজন: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ চাহিদা অনুযায়ী তথ্য প্রেরণের জন্য বিআইডব্লিউটিএ কে অনুরোধ করা হয়েছে।	(ঘ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে চাহিত তথ্য প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিএ/ মন্ত্রণালয়ের টিএ শাখা
		(ঙ) বিআইডব্লিউটিএ'র নিয়ন্ত্রণাধীন বন্দর ও পরিবহন বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো সহ ১৮৭ জনবল অনুমোদন সংক্রান্ত: সম্মতি জ্ঞাপন পত্রের 'ক' নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতির জন্য প্রস্তাব প্রেরণের জন্য চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ-কে অনুরোধ করা হয়েছে।	(ঙ) অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ বিষয়ে চাহিত তথ্যাদি দ্রুত প্রেরণ করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিএ/ মন্ত্রণালয়ের টিএ শাখা
		(চ) বিআইডব্লিউটিএ'র ল্যান্ড এন্ড এ্যাসেস্ট বিভাগ গঠন এবং সাংগঠনিক কাঠামোসহ জনবল অনুমোদন সংক্রান্ত : আইন শাখাকে এসেস্ট বিভাগের আওতাভূক্ত করে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ-কে অনুরোধ করা হয়েছে।	(চ) এ বিষয়ে সর্বশেষ তথ্য জরুরী ভিত্তিতে এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিএ/ মন্ত্রণালয়ের টিএ শাখা

		(২) বিআইডব্লিউটিসি ঃ **(ক) সদরঘাট হতে কক্সবাজার/ইনানী পর্যন্ত রুটে পর্যটকদের সেবায় সি-ক্রুজ চালুর উদ্যোগগ্রহণঃ** বিআইডব্লিউটিসি'র নির্মাণাধীন ২টি উপকূলীয় যাত্রীবাহী জাহাজ নির্মাণ এবং ৩৫টি জলযান ও ৮টি সহায়ক জলযান নির্মাণ প্রকল্পে Cruise ship নির্মাণের ব্যবস্থা আছে, এগুলো নির্মিত হলে উল্লিখিত রুটে জাহাজ চালানো সম্ভব হবে।	(ক) (১) নির্মাণাধীন ২টি উপকূলীয় যাত্রীবাহী জাহাজ নির্মাণের পর ঢাকা-কক্সবাজার-ইনানী, খুলনা-কক্সবাজার-ইনানী, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার-ইনানী, বরিশাল-কক্সবাজার-ইনানী রুটগুলো সমীক্ষা সাপেক্ষে পর্যটনের লক্ষ্যে নৌ ক্রুজ চালুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (২) নৌপরিবহন অধিদপ্তর বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে আলোচনা করে পর্যটন সি-ক্রুজ চালুর বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করবে। (৩) নির্মানাধীন জাহাজসমূহের নির্মাণ কাজ তদারকির জন্য সুনির্দিষ্টভাবে কর্মকর্তাদের দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। (৪) ঢাকার চারপাশে ওয়াটার বাস চালু করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিসি/ মন্ত্রণালয়ের টিসি শাখা/নৌপরিবহন অধিদপ্তর
		(খ) সাংগঠনিক কাঠামো (Organogram) হালনাগাদ করণ বিষয়: বিআইডব্লিউটিসি'র কর্মচারী প্রবিধানমালা ১৯৮৯ ও সাংগঠনিক কাঠামো হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যথাযথভাবে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য পুনরায় গত ০৫/০৫/২০১৯ তারিখে বিআইডব্লিউটিসি কে অনুরোধ করা হয়েছে।	(খ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যথাযথভাবে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য দ্রুত তথ্যাদি প্রেরণ করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিসি/ মন্ত্রণালয়ের টিসি শাখা
		(গ) বিআইডব্লিউটিসি এর গুলশান হাউজের জমিতে শেয়ারিং এর ভিত্তিতে এ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণ সংক্রান্ত তদন্ত : এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।	গ) দ্রুত তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য তাগিদ দিতে হবে।	বিআইডব্লিউটিসি/ মন্ত্রণালয়ের টিসি শাখা
		(৩) মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ: (ক) **মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠমোতে নিবাহী ম্যাজিস্ট্রেট এর ০১টি পদ সৃষ্টিসহ তাঁর দপ্তরের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রস্তাবিত লোকবলের পদ সৃষ্টিকরণ:** ম্যাজিস্ট্রেট এর দপ্তরে রাজস্বখাতে অস্থায়ী ভাবে সৃজিত ৩টি পদের জিও জারি করা হয়েছে। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট পদের জিও জারী করার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।	(ক) সংশ্লিষ্ট শাখা হতে এ বিষয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ/মন্ত্রণালয়ের মোবক শাখা।
		(৪)বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি): বিএসসি এর নিজস্ব চাকুরী প্রবিধানমালা তৈরী: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ বিধিমালা পরীক্ষণ সংক্রান্ত উপ-কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ	৫। (ক) বিএসসি এর নিজস্ব চাকুরী প্রবিধানমালা চূড়ান্ত করে আগামী সমন্বয় সভার পূর্বে এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব দাখিল করতে হবে। (খ) চাকুরীর প্রবিধানমালা তৈরিতে প্রস্তাব পাওয়া গেলে কমিটি কর্তৃক যাচাই বাছাই করতে হবে। এ বিষয়ে	বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন/ মন্ত্রণালয়ের বিএসসি শাখা। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন শাখা।

		স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য ২৯-১২-২০১৯ তারিখে বিএসসিকে অনুরোধ করা হয়েছে।	মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন শাখা থেকে নিম্নবর্ণিত কমিটি গঠন করা যেতে পারে: ১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/যুগ্মসচিব (প্রশাসন)- আহবায়ক। ২। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের একজন প্রতিনিধি- সদস্য। ৩। সংশ্লিষ্ট শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা- সদস্য সচিব।	
		(৫) <u>নৌপরিবহন অধিদপ্তর:</u> <u>মার্চেন্ট শিপিং এর জন্য ৫৭২ টি পদ সৃজন</u> নৌপরিবহন অধিদপ্তর গত ১৩/০৬/২০১৯ তারিখে অধিদপ্তরের জন্য নতুন পদ সৃজনের লক্ষ্যে নৌপরিবহন অধিদপ্তর হতে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। প্রেরিত প্রস্তাবটি যথাযথ ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত প্রস্তাব দ্রুততার সাথে পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	নৌপরিবহন অধিদপ্তর/ মন্ত্রণালয়ের জাহাজ শাখা।
		(৬) <u>চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ:</u> (ক) <u>বন্দর এলাকায় বর্জ্য ট্রিটমেন্ট প্লান্ট পরিচালনার জন্য পদ সৃজন</u> জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৬-০২-২০১৯ তারিখের পত্রের আলোকে কতিপয় তথ্য/প্রমাণ ছক ভিত্তিক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে সভায় জানানো হয়।	(ক) বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে শাখা কর্মকর্তা ও চবকের প্রতিনিধি সচেষ্ট হবেন।	চট্টগ্রাম বন্দর কতৃপক্ষ/ মন্ত্রণালয়ের চবক শাখা।
		<u>(খ) চবক এর হাসপাতালে ৫৯ টি প্রয়োজনীয় পদ সৃজন:</u> ৫.৯.২০১৯ তারিখে অর্থ বিভাগের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হলে অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত অনুরূপ পদের বেতনস্কেল/গ্রেড এবং অনুমোদিত নিয়োগবিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানিয়েছে। চবক থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি ১৪-১১-২০১৯ তারিখ অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।	(খ) বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে শাখা কর্মকর্তা ও চবকের প্রতিনিধি সচেষ্ট হবেন।	চট্টগ্রাম বন্দর কতৃপক্ষ/ মন্ত্রণালয়ের চবক শাখা।
		(গ) <u>চবক এর অপারেশনাল কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে প্রধান প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) এর পদের নাম পরিবর্তন</u> অর্থ মন্ত্রণালয়েল অর্থ বিভাগ কতিপয় তথ্য যেমন: জনপ্রশাসন ও অর্থ বিভাগের সম্মতিপত্র, বেতনস্কেল নির্ধারণের কপি, চাকুরি প্রবিধানমালা ও সারসংক্ষেপ প্রেরণ করার জন্য ১৬-৯-২০১৯ তারিখে পত্র দেয়। চাহিত তথ্যাদি প্রেরণ করার জন্য চবকে ১৯-৯-২০১৯ তারিখ পত্র দেয়া হয়েছে।	গ) বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে শাখা কর্মকর্তা ও চবকের প্রতিনিধি সচেষ্ট হবেন।	চট্টগ্রাম বন্দর কতৃপক্ষ/ মন্ত্রণালয়ের চবক শাখা।
৩.	শূন্য পদে জনবল নিয়োগ প্রসঙ্গে:	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়-১১টি, বিআইডব্লিউটিএ-৫৭৬টি, বিআইডব্লিউটিসি-১৭৩০টি, চবক-২১৬৯টি, মোবক-১৭৩৮টি, বাস্থবক-৮০টি, বিএসসি-১৩৮৬টি, বাংলাদেশ মেরিন একাডেমী-২৩টি, এনএমআই-১০টি, নৌপরিবন অধিদপ্তর-	১। মন্ত্রণালয়সহ এর অধীন সকল দপ্তর/ সংস্থায় বিদ্যমান শূন্য পদের সঠিক পরিসংখ্যান নির্ণয় এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ার জন্য গৃহীত কার্যক্রম মন্ত্রণালয়কে নিয়মিত অবহিত করতে হবে। সকল ধরণের নিয়োগ বিধি, কোটা বিভাজনের যথাযথ বিধি প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। ২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব মহোদয়ের ০৪-০৩-	সকল দপ্তর/সংস্থা

		১৮৪টি, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন-১২টি, নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর-৫টি এবং পাবক-৮৮টি মোট ৮০১২ টি শূন্য পদ রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে এ সংক্রান্ত সভার সর্বশেষ সিদ্ধান্তের আলোকে মন্ত্রণালয়সহ এর অধীন সকল দপ্তর/সংস্থায়কে বিদ্যমান শূন্য পদের সঠিক পরিসংখ্যান নির্ণয় এবং উক্ত পদে নিয়োগ প্রক্রিয়ার জন্য গৃহীত কার্যক্রম নিয়মিত অবহিত করতে বলা হয়েছে। একই সাথে সর্বশেষ জারিকৃত নিয়োগ বিধি, কোটা বিভাজন যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। দ্রুত নিয়োগ কার্যক্রম শেষ করতে হবে। সভায় জানানো হয় যে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অপেক্ষমান তালিকা না রাখার কারণে যে সকল প্রার্থী যোগদান করেন না সে সকল পদ পূরণে দীর্ঘসূত্রিতা সৃষ্টি হয়, এ কারণে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অপেক্ষমান তালিকা রাখা প্রয়োজন।	২০১৯ তারিখের পত্রের নির্দেশনার আলোকে শূণ্য পদের বিপরীতে সুস্পষ্ট নিয়োগ পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। ৩। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিধি-১ শাখার ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখের ০৫.১৭০.০২২.০৪.০০.০০২.২০১০-৪৬ নং স্মারকে সরকারি চাকরিতে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেনীর জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে অপেক্ষমান প্যানেল সংরক্ষণ করা যাবে না মর্মে যে সিদ্ধান্ত রয়েছে সে বিষয়ে বর্তমান বাস্তবতা উল্লেখপূর্বক প্যানেল সংরক্ষনে সম্মতি চাওয়া যেতে পারে। ৪। নিয়োগে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ সংক্রান্ত বিধি বিধান ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার আইন কানুন, বিধি বিধান অনুসরণ করে নিয়োগ সমন্বয় করার জন্য সংস্থা প্রধান, নিয়োগ বোর্ড ও মন্ত্রণালয়ের মনোনিত প্রতিনিধিকে নির্দেশনা প্রদান করা হলো। ৫। নিয়োগ পরীক্ষায় প্রতিটি পদের বিপরীতে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে থেকে ক্ষেত্র বিশেষে ৩/৪ জন প্রার্থীকে মৌখিক পরীক্ষার জন্য বিবেচনা করতে হবে। ৬। মৌখিক পরীক্ষার সময় আবেদিত প্রার্থীর বিপরীতে বোর্ডের সকল সদস্য আলোচনার ভিত্তিতে নম্বর প্রদান করবেন ৭। বিধিবিধান প্রতিপালন করে নিয়োগ কার্যক্রম দ্রুত সমাপ্ত করতে হবে। ৮। শূণ্য পদের নিয়োগ ৬ মাসের মধ্যে, সম্ভব হলে ০৩ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। ৯। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। ১০। নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ সভা থেকে শুরু করে আবেদন যাচাইবাছাই, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, ফলাফল চূড়ান্তকরণ পর্যন্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্ত নিশ্চিত করতে হবে। ১১। টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনবল নিয়োগ করতে হবে। ১২। নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। **সকল দপ্তর/সংস্থাকে প্রতি মাসে তাদের নিয়োগের রিপোর্ট মন্ত্রণালয়ের সভায় উপস্থাপন করতে হবে।**	
৪.	**অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করণ প্রসঙ্গে:**	এ সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন সংস্থা হতে প্রেরিত অগ্রগতি নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	১। দপ্তর/সংস্থার মাসিক ভিত্তিক বিভিন্ন শ্রেণির অডিট আপত্তির বিস্তারিত তালিকা এবং নিষ্পত্তিকৃত তালিকা সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করবে। যত দ্রুত সম্ভব অডিট আপত্তিগুলো নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত হয়। যুগ্মসচিব (অডিট) বিষয়গুলো তদারকি ও যোগাযোগ করে নিষ্পত্তি করার ব্যবস্থা নিবেন। ২। মন্ত্রণালয়ের আইন ও অডিট শাখা সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার সমন্বয়ে প্রতিমাসে দ্বিপাক্ষিক/ত্রিপাক্ষিক সভা করবে এবং এ ধারা অব্যাহত রেখে আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। ৩। মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা-২) সভাপতিত্বে বিআইডব্লিউটিসিতে ত্রিপক্ষীয় সভা করতে হবে। তাদের অডিট আপত্তির সংখ্যা জরুরী ভিত্তিতে উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করে কমিয়ে আনতে হবে।	অডিট শাখা, সকল দপ্তর/সংস্থা

৫.	মামলা সংক্রান্ত তথ্য:	মামলার নোটিশ প্রাপ্তির পরই ওকালতনামা, আইনজীবী নিয়োগ, অনুচ্ছেদ ওয়ারি বক্তব্য তৈরি করে যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর নিকট পৌছানো এবং Contempt of Court এর বিষয়ে জরুরি ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। সংস্থা প্রধানগণ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান ও দ্রুত মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে।	সংস্থাভিত্তিক মামলার অগ্রগতি নিয়ে নিয়মিত পর্যলোচনা সভা করতে হবে। মামলার তথ্যাদি সব সময় হালনাগাদ করে সংগ্রহে রাখতে হবে।	মন্ত্রণালয়ের আইন শাখা
৬.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি প্রসঙ্গে:	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি যথাসময়ে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন মর্মে সভায় আলোচনা হয়। এছাড়াও বর্তমানে অত্র মন্ত্রণালয়ের অধীন ৪০টি প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা দ্রুত ও যথাসময়ে বাস্তবায়নের জন্য সভা থেকে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করা হয়।	১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের প্রদত্ত নির্দেশনার অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসে যথাযথভাবে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। এ বিষয়ে আরও সতর্ক হতে হবে। ২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি কোন অবস্থায় পেন্ডিং রাখা যাবে না। ৩। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর/সংস্থা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণ করবেন। এ বিষয়ে এ মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা উইং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ৪। সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা প্রতিশ্রুতির অগ্রগতি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়'কে অবহিত করবে। প্রাপ্ত তথ্য নিয়মিত সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে আপলোডের ব্যবস্থা নিতে হবে। ৫। বিভিন্ন প্রকল্প এর সাথে সংশ্লিষ্ট মনিটরিং কর্মকর্তাগণ সার্বক্ষণিক প্রকল্প কাজের অগ্রগতি মনিটরিং/পরিদর্শন করবেন। ৬। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিসমূহের মধ্যে কোন প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন জটিলতা থাকলে তা জরুরী ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে অবহিত করতে হবে। ৭। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য প্রতি মাসে পর্যালোচনা সভা করতে হবে।	সকল দপ্তর/সংস্থা
৭.	মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে:	মসবৈ-০১(০১)/২০১২ তারিখ: ০২ জানুয়ারি ২০১২ বিষয়-২: 'সোনাদিয়া গভীর সমুদ্র বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১১- এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন এবং মসবৈ-৩৬(১১)/১৯৯৩ তারিখ: ১৫-১১-১৯৯৩ বিষয়ঃ পাকিস্তান হইতে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি)-এর জন্য দুইটি কন্টেইনার জাহাজ ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা বৈঠকে সিদ্ধান্ত দুইটি দীর্ঘ দিনের হওয়ায় এবং এগুলোর কোন বাস্তবায়ন অগ্রগতি না থাকায় এ বিষয় গুলো নিয়ে সংশ্লিষ্ট শাখা হতে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে। মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ দ্রুত	১। শাখাসমূহ মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বিষয়ক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতি মাসের ১ তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরনের নিমিত্ত সংসদ ও সমন্বয় শাখায় প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। সংসদ ও সমন্বয় শাখা প্রতি মাসের ৩ তারিখের মধ্যে অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। ২। মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সচিব মহোদয়কে নিয়মিত অবহিত করতে হবে।	সকল শাখা

		বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সচিব মহোদয়কে অবহিত করতে হবে। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বিষয়ক অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে ২ কার্যদিবসের পূর্বে দপ্তর/সংস্থা হতে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।		
৮.	ব্লু-ইকোনমি কার্যক্রম সংক্রান্তঃ	(ক) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট ব্লু-ইকোনমি কার্যক্রমের সমুদ্র সম্পদ আহরণ এবং এ সংক্রান্ত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী কৌশলগত কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি গত ১৬-০৮-২০১৮ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদের ব্লু-ইকোনমি সেলে ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। (খ) স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি এবং সংশ্লিষ্ট অপরাপর বিষয়দি পর্যালোচনার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের ব্লু-ইকোনমি এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের নিয়ে গত ১৩-০৯-২০১৮ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অগ্রগতি সভার আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয় যে, প্রতি মাসে একবার ব্লু-ইকোনমি সেলের সভা করে এ সংক্রান্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে।	১। সংস্থা ভিত্তিক ব্লু-ইকোনমি সংক্রান্ত পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিত প্রেরণ করতে হবে। ২। ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে সভা করতে হবে। ৩। ব্লু-ইকোনমি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নের কার্যক্রম দ্রুত চূড়ান্তকরণের ব্যবস্থা নিতে হবে।	আই.ও.শাখা
৯.	আইন বাংলায় অনুবাদ সংক্রান্তঃ	পেন্ডিং থাকা ০৭টি আইনের বিষয়ে দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের আইন শাখা বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	ক) যে আইনগুলো এখনো বাংলায় যুগোপযোগী করে অনুবাদ করার কাজ শেষ হয়নি, সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/শাখা বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। (খ) আইনগুলো অনুবাদের বিষয়ে সংস্থাগুলোকে প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করতে হবে, সে সাথে বিশেষজ্ঞ/পরামর্শক নিয়োগের খরচ স্ব-স্ব সংস্থাগুলো বহন করবে। (গ) আইন ও বিধি প্রণয়নের কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে। প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে হবে। (ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (ঙ) পেন্ডিং থাকা ০৬টি আইনের বিষয়ে দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের আইন শাখা পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।	আইন শাখা
১০	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিঃ	APA টিম এর সংশ্লিষ্ট ফোকাল পার্সন (বাজেট) সভাকে অবহিত করেন যে, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এখন পর্যন্ত সন্তোষজনক নয়। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে তা পূরণ করা হয়নি। সে তথ্য সভায় উপস্থাপন করেন । বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	১। বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে BIWTA, BIWTC, CPA, MPA কে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণে বলা হয়। ২। APA টিম নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন । উক্ত বিষয়ে সকলের তদারকি বাড়াতে হবে। ৩। APA ১০০% বাস্তবায়ন করতে হবে। ৪। BIWTA, BIWTC, CPA ও MPA কে কাজের সার্বিক উন্নয়ন করতে হবে। APA বাস্তবায়নে সবাইকে সতর্ক হতে হবে। প্রতি মাসে এর অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট শাখা
১১	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলঃ	(১) দপ্তর/সংস্থায় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ের সচেতনতা	(১) দপ্তর/সংস্থায় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, ই-টেন্ডারিং,	সংশ্লিষ্ট শাখা

		বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, ই-টেন্ডারিং, অনলাইন সেবা প্রদান, ই-ফাইলিং, উদ্ভাবনী ধারনা বিষয়ে মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/সংস্থাসমূহ জরুরী কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (২) কর্মদক্ষতার উপর ভিত্তি করে প্রতি মাসে মন্ত্রণালয়ের শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তা/কর্মচারী নির্বাচন করে তাদের নাম, পদবী ও ছবি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করবে। স্কোরের ভিত্তিতে প্রতি বছর শুদ্ধাচার পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থা গ্রহণ কর	অনলাইন সেবা প্রদান, ই-ফাইলিং, উদ্ভাবনী ধারনা বিষয়ে মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/সংস্থাসমূহ জরুরী কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (২) কর্মদক্ষতার উপর ভিত্তি করে প্রতি মাসে মন্ত্রণালয়ের শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তা/কর্মচারী নির্বাচন করে তাদের নাম, পদবী ও ছবি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করবে। স্কোরের ভিত্তিতে প্রতি বছর শুদ্ধাচার পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	
১২	তথ্য অধিকার আইন (আরটিআই)	তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক তথ্য সভায় উপস্থাপন করে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	তথ্য অধিকার আইন (আরটিআই) এর আওতায় চাহিদা মাফিক প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে এবং ফি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট শাখা
১৩	অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত ঃ	অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি বিষয়ে যুগ্মসচিব (বাজেট) এর সভাপতিত্বে নিয়মিত সভা করা হয় মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়।	প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত গ্রহণ ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত হয়।	সংশ্লিষ্ট শাখা
১৪	মন্ত্রণালয়ের ই-ফাইলিং, ইনোভেশন ও ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত ঃ	ই-ফাইলিং কার্যক্রম ছোট মন্ত্রণালয়ের ক্যাটাগরিতে (সি-ক্যাটাগরি) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় প্রথম স্থান অধিকার করায় সভাপতি সকলকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন যে , এ ধারা অব্যাহত রাখার জন্য সকলকে সচেষ্ট থাকতে হবে। এ বিষয়ে তিনি বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করেন। এ ছাড়া ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ, ইনোভেশন, ই-টেন্ডারিং কার্যক্রমসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য সভায় আলোচনা হয়।	১। মন্ত্রণালয়ের ই-ফাইলিং বিষয়ে শাখাসমূহের প্রস্তুতকৃত বিভাজন অনুযায়ী মাসে স্কোর নিশ্চিতকরণ করতে হবে। ২। শাখা কর্মকর্তাগণ (সহঃ সচিব/সিঃ সহঃ সচিব/উপসচিব) প্রতি সপ্তাহে ১ দিন (হতে পারে বুধবার বেলা ২.৩০ ঘটিকা) উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে কি না তা প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণের সাথে আলোচনাপূর্বক নিশ্চিত করতে হবে । ৩। উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ (যুগ্মসচিব ও তদুর্ধ) দিনে ২বার ই-ফাইলিং এ প্রবেশকরতঃ আগত নথি/ডাক নিষ্পত্তি করবেন। ৪। শাখা ভিত্তিক পারফরমেন্স সকলের অবগতির জন্য মাসিক সমন্বয় সভায় প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রদর্শন করতে হবে এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জণের বিষয়ে শাখার কর্মকর্তাগণ সভাকে অবহিত করবেন। ৫। ই-ফাইলিং কার্যক্রমে পারফরমেন্স নিম্নে অবস্থিত সংস্থা/শাখার প্রধানগণকে অধিকতর নজর দানের নির্দেশনা দেয়া হলো। ৬। মন্ত্রনালয়ের সকল দপ্তর/সংস্থা কে ই-ফাইলিং এর কাজের অগ্রগতি বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রয়োজনে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সাহায্য নিতে হবে। ৭। নিয়মিত সভার মাধ্যমে ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকি করতে হবে। মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিম এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করবে। ৮। ওয়েব সাইটে প্রচারযোগ্য তথ্যাদি নিয়মিত আপলোড করতে হবে এবং ওয়েবসাইট হালনাগাদ রাখতে হবে। সকল শাখা অধিশাখা এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে আইসিটি শাখাকে সহায়তা করবে।	আইটি শাখা
১৫	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি	মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলোর সাহায্য এডিপি অগ্রগতি বাস্তবায়ন করতে হবে। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের এডিপি বাস্তবায়নের হার ৪৩% অপর দিকে বিদ্যুৎ	চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর এর প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত অর্থ খরচের ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দিবে।	পরিকল্পনা শাখা

		বিভাগে এডিপি বাস্তবায়নের হার ৫৬.৪%। নিজস্ব প্রকল্পে অর্থ ব্যায়ের ক্ষেত্রে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অবস্থান ১২তম। অতএব অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের তুলনায় এ মন্ত্রণালয় নিজস্ব বরাদ্দ অর্থ খরচ করতে পারেনি।		
১৬	**উন্নয়ন প্রকল্প ও মনিটরিং সংক্রান্ত:**	১। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন গৃহিত সকল প্রকল্প ও তার মনিটরিং কার্যক্রম বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	১। (ক) ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর শেষের দিকে হওয়াই বিষয়টি বিবেচনা করে অধিক গুরুত্ব দিয়ে এই অর্থ বছরে গ্রহণকৃত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। (খ) মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মনিটরিং কর্মকর্তাগণ নিয়মিত প্রকল্প সমূহ পরিদর্শন শেষে জরুরি ভিত্তিতে মতামত/প্রতিবেদন দাখিল নিশ্চিত করবেন এবং প্রতিবেদনে উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহ দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।	উন্নয়ন শাখা
১৭	**টেন্ডার প্রক্রিয়া:**	১। ই.জি.পি তে প্রদত্ত টেন্ডার নিয়ে আলোচনা করা হয়।	১। পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করে এবং এ বিষয়ে সরকারি অন্যান্য অনুশাসন অনুসরন করে যথা সম্ভব ইজিপি টেন্ডার আহ্বান নিশ্চিত করতে হবে।	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং সকল দপ্তর/সংস্থা।
১৮	**বিবিধ**	১। নদীর পানি পরিষ্কার রাখা, নদী দূষণ ও দখলরোধ এবং নৌযানবাহনে বিনোদনের ব্যবস্থা নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	**১। (ক) নদীর পানি বিশুদ্ধ করার জন্য ট্রিটমেন্ট প্লান্টের ব্যবস্থা করতে হবে।** **(খ) জাহাজে ময়লা ফেলার জন্য পর্যাপ্ত ডাস্টবিন রাখতে হবে।** **(গ) নদীতে ময়লা/আবর্জনা না ফেলার জন্য যাত্রী সাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিটি লঞ্চের সম্মুখে/সুবিধাজনক স্থানে এবং নদী বন্দরগুলোতে পন্টুনের বিভিন্ন স্থানে সচেতনতামূলক ব্যানার টানানো নিশ্চিত করতে হবে।** **(ঘ) প্রতিটি সমুদ্র বন্দর ও নদী বন্দরে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম স্থাপনে প্রকল্প গ্রহণ/গ্রহণ করা হয়ে থাকলে তা দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।** **(ঙ) নদী দূষণ ও দখলরোধ সংক্রান্ত নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্মিত ৫টি ভিডিও ক্লিপ সকল লঞ্চের ভিডিও সিস্টেমে ব্যপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।** **(চ) লঞ্চে/জাহাজে পর্যাপ্ত টয়লেট এর ব্যবস্থা করতে হবে এবং সলিড বর্জ্য Treatment এর ব্যবস্থা রাখতে হবে।** **(ছ) জাহাজে বিনোদনের জন্য খেলাধুলা ও লাইব্রেরীর ব্যবস্থা করতে হবে।** **২। বিআইডব্লিউটিএ, বিআইডব্লিউটিসি ও নৌপরিবহন অধিদপ্তর এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে মন্ত্রণালয়ে অভিহিত করবে।**	**নৌপরিবহন অধিদপ্তর/ বিআইডব্লিউটিএ/ বিআইডব্লিউটিসি/চবক/ মোবক/পাবক।**
		২। মন্ত্রণালয়/বিভাগের ব্যবহৃত সরকারের বিভিন্ন পদনাম ও পদবিসমূহের বিধি বহির্ভূত ব্যবহার বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিধি অধিশাখার স্মারক নং-০৪.০০.০০০০.৪২৩.৩৫.০০৩.১৫.৯৫, তারিখ: ২৮-১১-২০১৯ অনুসরণ করতে হবে।	২। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পত্রের আলোকে পদনাম ও পদবিসমূহ পরিবর্তনের জন্য দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং সকল দপ্তর/সংস্থা।
		৩। <u>করোনা ভাইরাস প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ:</u> চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি জানান যে,	৩। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে চবক, মোবক, বাস্থবক এবং পাবককে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	

		করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে চায়না হতে আগত জাহাজগুলোকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। এ সকল জাহাজের নাবিক ও ক্রুদেরকে শোরে না আসার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। চবক হতে কোয়ারেন্টাইন সেল খোলা হয়েছে।		

২। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর/সংস্থা থেকে মাসিক সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসের ০১ (এক) তারিখের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

৩। পরিশেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ১৭/০২/২০২০
(মোঃ আবদুস সামাদ)
সিনিয়র সচিব
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।

নং-১৮.০০.০০০০.০৩৬.০৬.০১৬.১৯- ৫৭ তারিখঃ ১৮-০২-২০২০।

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

১। চেয়ারম্যান, চবক/বিআইডব্লিউটিএ/বিআইডব্লিউটিসি/মোবক/বাস্থবক/পাবক/জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
২। মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, গভীর সমুদ্র বন্দর সেল, বেইলী রোড, ঢাকা।
৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, সল্টগোলা রোড, চট্টগ্রাম।
৫। যুগ্মসচিব, জাহাজ/আই.ও/ চবক/জানরক, যুগ্ম-প্রধান পরিকল্পনা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, (সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংসদ ও সমন্বয় শাখায় প্রেরণ নিশ্চিত করার অনুরোধসহ)।
৬। কমান্ড্যান্ট, মেরিন একাডেমি, জুলদিয়া, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম-৪২০৬।
৭। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
৮। উপসচিব, চবক/পাবক/টিএ/নৌ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ/বাস্থবক/পরিকল্পনা/বাজেট, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, (সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংসদ ও সমন্বয় শাখায় প্রেরণ নিশ্চিত করার অনুরোধসহ)।
৯। উপ-প্রধান (পরিকল্পনা), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
১০। পরিচালক, নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
১১। অধ্যক্ষ, ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, দক্ষিণ হালিশহর, বন্দর, চট্টগ্রাম-৪১০০।
১২। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
১৩। সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (টিসি/মোবক/বিএসসি/জাহাজ/আইন), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, (সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংসদ ও সমন্বয় শাখায় প্রেরণ নিশ্চিত করার অনুরোধসহ)।
১৪। সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান (পরিঃ-১/২/৩/৪/৫), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
১৫। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
১৬। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বন্দর/উন্নয়ন/সংস্থা-১/সংস্থা-২) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
১৭। যুগ্মসচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
১৮। প্রোগ্রামার, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)।

১৮.০২.২০২০
(মোঃ আলাউদ্দিন)
সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৪৫৫৬৮